দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 5 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা খাতে বাজেট ৭শ' কোটি টাকা বাড়ছে

মিথুন কামাল

আগামী অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাড়ছে। প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের থেকে প্রায় ৭শ' কোটি টাকা বেশি। বাজেটে বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এমপিও খাতে ৬শ' কোটি টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ খাতে ৩শ' কোটি টাকা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ৩শ' কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাজেটে প্রস্তাবিত ৭ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকার মধ্যে ৬ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা অনুন্নয়ন খাতে ও এক হাজার ২১০ কোটি উন্নয়ন খাতে বাজেট ধরা হয়েছে। এর আগে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে ৫ হাজার ৮৮৯ কোটি ২৫ লাখ ৮ হাজার টাকা এবং ৯৮৯ কোটি ২২ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। আর ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল অনুন্নয়ন খাতে ৫ হাজার ১৭৯ কোটি ও উন্নয়ন খাতে এক হাজার কোটি টাকা।

বাজেটে প্রস্তাবিত বরাদ্দ পেলে শিক্ষা খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। গতকাল তিনি ইনকিলাবকে বলেন, এর ফলে ২০০৪ সাল থেকে বন্ধ হওয়া এমপিওভুক্তির কাজ ত্বরান্বিত হবে। সেই সাথে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিশ্চিত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সংস্কার হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী বরাদ্দ পেলে পৃঃ ১৫ কঃ ২

শিক্ষা খাতে বাজেট ৭শ'

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দেশের মোট ৩৩ হাজার ৫৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ২৬ হাজার ৩৬০টি এমপিওভুক্ত। বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সিদ্ধান্তে গত আড়াই বছর ধরে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি। এ অবস্থায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির কাজ শুরুর জন্য সুপারিশ করে। ইতোমধ্যে দেশের ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর এজন্য আগামী অর্থবছরের বাজেটে ৬শ' কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিগ্রি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হলে সরকারের এই উদ্দেশ্য অনেকটা বাস্তবায়িত হবে। মাধ্যমিক স্তরে স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০ লাখ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের জন্য ২৯৭ কোটি ৪১ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রয়োজন হবে। আগামী বাজেটে প্রস্তাবিত বরাদ্দ পেলে সেই সংকট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এতে করে বেসরকারী পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপানো নিয়ে প্রতি বছরই যে সংকট তৈরি হয় তা আর হবে না।

সূত্র মতে, এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ভৌত অবকাঠামো রয়েছে। গত আড়াই বছর ধরে এসব প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামতের কাজ বন্ধ রয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শতভাগ বেতন সরকারী কোষাগার থেকে দেয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর এ খাতে বরাদ্দ বন্ধ রাখা হয়। ফলে অবকাঠামোসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবকাঠামো সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য ৩শ' কোটি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এই বাজেট নিয়ে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ প্রস্তাব অনুমোদনেরও আশ্বাস দেয়া হয়েছে। জুনের প্রথম সপ্তাহে সংসদের বাজেট অধিবেশনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা উত্থাপনের পর তা অনুমোদন করা হবে।